মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৩১১৬

পর্ব-১৩: বিবাহ (كتاب النكاح)

পরিচ্ছেদঃ ১. দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ - (বিবাহের প্রস্থাবিত) পাত্রী দেখা ও সতর (পর্দা) প্রসঙ্গে

আরবী

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَيْمُونَةُ إِذْ أقبل ابْن مَكْتُومٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «احْتَجِبَا مِنْهُ» فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا؟ أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ؟» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُد

বাংলা

৩১১৬-[১৯] উম্মু সালামাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন তিনি ও মায়মূনাহ্ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত ছিলেন, এমন সময় 'আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মু মাকতূম সেখানে আসলে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁদেরকে পর্দার আড়ালে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। আমি (উম্মু সালামাহ্ (রাঃ)) বললাম, সে কি অন্ধ নয়? সে তো আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছে না! এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা কি অন্ধ যে, তাকে দেখতে পাচ্ছ না? (আহমাদ, তিরমিযী, আবূ দাঊদ)[1]

ফুটনোট

[1] য'ঈফ : আবূ দাঊদ ৪১১২, তিরমিযী ২৭৭৮, আহমাদ ২৬৫৩৭, ইরওয়া ১৮০৬, য'ঈফাহ্ ৫৯৫৮, রিয়াযুস্ সলিহীন ১৬৩৪। কারণ এর সনদে নাবহান একজন মাজহূল রাবী।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: যে সকল 'উলামাগণ বলেন যে, মহিলাদের জন্য পুরুষের দিকে তাকানো হারাম যেমনটা পুরুষের মহিলার দিকে তাকানো হারাম। আর এটাই ইমাম শাফি'ঈ ও আহমাদ (রহঃ)-এর একটি কথা। 'আল্লামা নববী (রহঃ) বলেনঃ এ মতটি অধিক বিশুদ্ধ। যেমন আল্লাহ তা'আলার কথা : হে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি ঈমানদার নারীদেরকে তাদের দৃষ্টি নিচু রাখতে বলুন। (সূরা আন্ নূর ২৪ : ৩১)

অন্যদিকে যারা বলেন যে, মহিলা পুরুষের নাভীর নিচ থেকে মাঝামাঝি অংশটুকু ছাড়া দেখতে পারবে। তাদের দলীল ‘আয়িশাহ্ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস, সেখানে রয়েছে হাবশীরা মসজিদে তীরন্দাজী খেলছিল আর ‘আয়িশাহ্ (রাঃ) তা দেখছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার চাদর দ্বারা তাকে পর্দা করে রাখছিলেন। এর জবাবে বলা যায় যে, ‘আয়িশাহ্ (রাঃ) তখন দায়িত্বশীলা ছিলেন না, অর্থাৎ- নাবালেগা ছিলেন। ‘আল্লামা নববী (রহঃ) বলেনঃ ‘আয়িশাহ্ (রাঃ) তখন না-বালেগা ছিলেন, অথবা এটি পর্দার বিধান আগমনের পূর্বের ঘটনা।

হাফিয ‘আসকালানী (রহঃ) বলেনঃ যখন হাবশী দল এসেছিল তখন ‘আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর বয়স ছিল ১৬ বছর। এ ছাড়া তারা ফাত্বিমাহ্ বিনতু কয়স বর্ণিত হাদীস দ্বারাও দলীল গ্রহণ করে থাকেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ইবনু উম্মু মাখতুম-এর ঘরে ‘ইদ্দত পালন করতে বলেন এবং তিনি বললেন যে, সে অন্ধ লোক তুমি তার বাড়ীতে তোমরা কাপড়-চোপড় রাখতে পারবে। আবূ দাউদ (রহঃ) বলেনঃ উম্মু সালামাহ্ বর্ণিত হাদীস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীদের জন্য খাস। আর ফাত্বিমাহ্ বিনতু কয়স (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সকল নারীদের জন্য প্রযোজ্য। এভাবেই আবূ দাঊদ দু’টি হাদীসের মাঝে সমন্বয় করেছেন। হাফিয ইবনু হাজার (রহঃ) বলেনঃ এটা অনেক উত্তম সমন্বয়। ‘আল্লামা মুনযিরী (রহঃ)-ও অনুরূপ সমন্বয় করেছেন। আর আমাদের শায়খবৃন্দ এটাকে খুব সুন্দর সমন্বয় বলে অবহিত করেছেন। (‘আওনুল মা‘বূদ ৭ম খন্ড, হাঃ ৪১০৮)

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি বর্ণনাকারীঃ উম্মু সালামাহ (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=68443

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন